218362 - সুনর্দিষ্টি নফল রোজার নয়িত রাত থকেে করা শর্ত

প্রশ্ন

সুনর্দিষ্টি নফল রোজার নয়িত কখন থকেে শুরু করতে হবে? সাধারণ নফল রোজো নয়।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সাধারণ নফল রোজার নয়িত রাত থকেে করা শর্ত নয়; বরং দনিরে যে কোন সময়ে কউে যদি নয়িত করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজো পূর্ণ করে সটো জায়যে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে ফজর শুরু হওয়ার পর থকেে রোজো ভঙ্গকারী কোন কছিুতে লপ্তি না হওয়া।

আর সুনর্দিষ্টি নফল রোজার নয়িত রাত থকেে (ফজররে পূর্ব) করা শর্ত।

শাইখ উছাইমীনকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি:

শাওয়াল মাসরে ছয় রোজো ও আরাফার দনিরে রোজার হুকুম কি ফরজ রোজার মত অর্থাৎ এ রোজোগুলোর জন্য কি রাত থকেে নয়িত করা শর্ত? নাকি এ রোজোগুলোর হুকুম নফল রোজার হুকুমরে মত যে কোন লোকরে জন্য দনিরে মধ্যভাগ থকেওে রোজার নয়িত করা জায়যে? যে ব্যক্তি দনিরে মধ্যভাগ থকেে রোজো রাখার নয়িত করছেে সে কি ঐ ব্যক্তরি সমপরমিাণ সওয়াব পাবে যে ব্যক্তি সহেরেী খয়েে দনিরে শুরু থকেে শষে পর্যন্ত রোজো পালন করছে।

উত্তরে তনিি বলনে:

হ্যাঁ; নফল রোজার ক্ষত্রেে দনিরে বলোয় নয়িত করলওে জায়যে হবে। এ ক্ষত্রেে শর্ত হচ্ছে- নয়িত করার আগে রোজো ভঙ্গকারী কোন কছিুতে লপ্তি হতে পারবে না। যমেন- কোন লোক যদি ফজররে পর খাওয়াদাওয়া করে ফলেে এরপর দনিরে বলোয় রোজো রাখার নয়িত করে তাকে আমরা বলব: আপনার রোজো শুদ্ধ নয়। কারণ তনিি আহার করছেনে। তবে তনিি যদি ফজর থকেে না খয়েে থাকনে এবং অন্য কোন রোজো ভঙ্গকারী বষিয়ে লপ্তি না হন এরপর দনিরে বলোয় রোজো রাখার নয়িত করনে এবং সে রোজোটি নফল রোজো হয় তাহলে আমরা বলব: এটি জায়যে। কারণ এ ধরণরে রোজার অনুমোদন হাদসিে এসছে। তবে তনিি যখন থকেে নয়িত করছেনে তখন থকেে সওয়াব পাবনে। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আমল নয়িত অনুযায়ী হয়ে থাকে"। সুতরাং নয়িতরে আগে যে আমল এর সওয়াব লখো হবে না। আর নয়িতরে পররে

আমলরে সওয়াব লখো হবে।

সওয়াবরে প্রতশ্রিুতি যদি গোটা একদনি রোজা রাখার উপর দয়ো হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যক্তি গোটা একদনি রোজা রাখনেি; বরং দনিরে কছিু অংশ রোজা রখেছে। এর ভত্তিতিে বলা যায়: কউে যদি ফজররে পর থকেে কোন কছিু না খায় এবং দনিরে মধ্যভাগে এসে রোজা রাখার নয়িত করে এবং সে দনিটি যদি শাওয়ালরে ছয় রোজার কোন একটি দনি হয় এরপর সে ব্যক্তি আরও পাঁচদনি রোজা রাখে এতে করে সে সাড়ে পাঁচদনি রোজা রাখল। যদি সে ব্যক্তি দনিরে এক চতুর্থাংশ অতবিাহতি হওয়ার পর রোজা রাখে তাহলে সে পনৈে ছয়দনি রোজা রাখল। কারণ আমলরে হসিাব হবে নয়িত অনুযায়ী। হাদসিে এসছে-ে "যে ব্যক্তি রমজান মাস রোজা রাখল এরপর শাওয়াল মাসরে আরও ছয়দনি রোজা রাখল..."।

অতএব আমরা এ ভাইকে বলব যে, আপনি ছয়দনি রোজা রাখার সওয়াব পাবনে না। কারণ আপনি তো পরপিূর্ণ ছয়দনি রোজা রাখনেনি। একই রকম কথা বলা হবে: আরাফার দনিরে রোজার ব্যাপারে। পক্ষান্তরে রোজোটি যদি সাধারণ নফল রোজা হয় তাহলে রোজোটি শুদ্ধ হবে এবং নয়িত করার সময় থকেে রোজোদার ব্যক্তি সওয়াব পাবনে।[লকিাউল বাব আল-মাফতুহ (২১/৫৫) থকেে সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে যদি বশিষে কোনদনি রোজা রাখার ভত্তিতিে সওয়াব দওেয়ার বর্ণনা আসে যমেন- সোমবার ও বৃহষ্পতবিাররে রোজা, চন্দ্রমাসরে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারখিে রোজা, প্রতমিাসে তনিদনি রোজা রাখা। এখন কউে যদি দনিরে মাঝখান থকেে রোজা রাখার নয়িত করে তাহলে সে ব্যক্তি গোটা দনিরে রোজা রাখার সওয়াব পাবে না।

উদাহরণত: কউে সোমবারে রোজা রাখল, নয়িত করল দনিরে মাঝখান থকেে। সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তরি সমপরমিাণ সওয়াব পাবে না যে ব্যক্তি সোমবাররে শুরু থকেে রোজা রখেছে। কারণ সে ব্যক্তি গোটা সোমবার রোজা রখেছেনে এ কথা তো বলা চলে না।

অনুরূপভাবে কউে যদি বে-রোজেদার হসিবেে ভোর করে এরপর তাকে বলা হয় যে, আজ তো মাসরে ১৩ তারখি; এ কথা শুনে সে ব্যক্তি বলে তাহলে আমি রোজা রাখলাম; সে ব্যক্তি পূর্ণমিার দনিগুলোতে রোজা রাখার সওয়াব পাবে না। কারণ সে তো গোটা দনি রোজা রাখনেি।[আল-শারহুল মুমতি (৬/৩৬০) থকেে সমাপ্ত]

আরও জানতে 21819 নং প্রশ্নোত্তর দখেুন।

আল্লাহই ভাল জাননে।